প্রথম অধ্যায়

ভারতীয় দর্শনের গোড়ার কথা

ভূমিকা ঃ মানুষ কেবলমাত্র আহার, নিদ্রা ও সন্তানোৎপাদনে সন্তুষ্ট থাকতে পারে নি। কারণ মানুষ শুধুমাত্র জীব নয়। সকল জীবের সগোত্র হয়েও মানুষ অন্যদের থেকে আলাদা। মানুষ হল বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব। দর্শনের ভাষায় বলা হয়, 'সকল বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব হয় মানুষ'। মানুষ যেমন দেবতা নয়, মানুষ তেমন পশুও নয়। দুঃখ কবলিত বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন মানুষ দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশের উপায়সন্ধানী হলেন। শুরু হল জীবনজিজ্ঞাসা।

কার অভিপ্রায়ে মন স্ববিষয়ে ধাবিত হয়? কার দ্বারা প্রেরিত হয়ে প্রাণ নিজের কাজ করে চলে? কার অভিপ্রায়ে বাক্ উচ্চারিত হয়? সব থেকে কাছে বর্তমান নিজের শরীরটিই কি সব? না কি শরীরাতিরিক্ত একজন আছেন যার সভাবে শরীর সচল এবং অভাবে শরীর মৃত? কার্য কারণজন্য হলে জগৎ নামক কার্যের কারণ কি? প্রাতঃস্মরণীয় ভারতীয় ঋষিকুল অন্তর্লোকের জ্ঞানের প্রদীপ জ্বেলে শুরু করলেন তত্ত্বের বিচার, মীমাংসার শাস্ত্র। সমগ্র জগৎ ও জীবন সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা ও বিশ্বাসের যুক্তিসঙ্গত বিচার করে তাঁরা এক সুসংবদ্ধ ধারণা দেবার চেষ্টা করলেন। শুরু হল পদার্থ ধরে-ধরে চুলচেরা সুসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, এদের সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্য নিরূপণ, তত্ত্বজ্ঞান ও মিথ্যাজ্ঞানের স্বতন্ত্রীকরণ, বিবেকখ্যাতি ও বিপর্যয়াত্মক জ্ঞানের পার্থক্য নিরূপণ ইত্যাদি।

সঠিক কবে থেকে জীবন ও জগতের জিজ্ঞাসা বিবিদিষু মনকে উজ্জীবিত করেছিল তা নির্ণয় করা কঠিন হলেও এটুকু নিঃসংশয়ে বলা যায় যে — পাশ্চাত্ত্য যখন বনে বনে ঘুরে বেড়িয়েছে প্রাচ্যের মানুষ তখন দর্শনাচার্যদের পূত সান্নিধ্যলাভে ধন্য।

দর্শন শব্দের অর্থ ঃ জ্ঞানার্থক দৃশ্ ধাতু থেকে দর্শন শব্দের উৎপত্তি। সাধারণভাবে দেখা আর দর্শন এক নয়। যে শাস্ত্রের সহায়তায় যথার্থজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায়, তাই দর্শনশাস্ত্র নামে প্রসিদ্ধ 'দৃশ্যতে যথার্থতত্ত্বমনেন ইতি দর্শনম্'। দর্শন শব্দের অর্থ দৃষ্টি। আত্মা ও জগৎ বা জীব ও জীবের উপলব্ধ এই দৃশ্যমান জগৎকে যে দৃষ্টিতে দেখা হয় তাকেই দর্শন বলে। মূলত এই

Scanned with CamScanner

দেখার দৃষ্টিভঙ্গীর তারতম্য থেকেই দর্শনের ভেদ হয়েছে। অনেকের মতে, যে শাস্ত্রের দ্বারা নিয়ত পরিবর্তনশীল জীব ও জগৎ প্রপঞ্চের স্থায়ী সত্য সমূহকে বা চরম সত্যকে উপলব্ধি করা যায় তাই দর্শনশাস্ত্র।

বিবিধ ভারতীয় দর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ঃ বিভিন্ন মত ও পথকে অবলম্বন করে বিভিন্ন দর্শনশাস্ত্র প্রচারিত হয়েছে। বিভিন্নতার মূলে আছে বহুমুখী উপলব্ধি। উপলব্ধির স্বাতন্ত্র্যে এবং মননের উৎকর্ষে সকল সম্প্রদায় আপন-আপন বিভায় সমুজ্জ্বল। ভারতীয় দর্শনের বিবিধ সম্প্রদায়কে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে — (ক) আস্তিক ও (খ) নাস্তিক। আস্তিক ও নাস্তিক শব্দ দুটি সাধারণ অর্থে প্রযুক্ত হয়নি। আমরা সাধারণত আস্তিক বলতে বুঝি ঈশ্বরে বিশ্বাসী এবং নাস্তিক বলতে বুঝি ঈশ্বরে অবিশ্বাসী। দর্শনশাস্ত্রে কিন্তু শব্দ দুটি এই অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। ভারতীয় দর্শনে আস্তিক বলতে তাঁদেরকেই বোঝায় যাঁরা বেদকে প্রমাণ বলে স্বীকার করেন। পক্ষান্তরে যাঁরা বেদের প্রামাণ্যে অবিশ্বাসী তাঁরা হলেন নাস্তিক। এখানে ঈশ্বর বিশ্বাসের সঙ্গে আস্তিক ও নাস্তিক শব্দের যোগ নেই। এজন্য সাংখ্য ও মীমাংসা দর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত না হলেও বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হওয়ায় আস্তিক ষড়্দর্শনের মধ্যে এই দুটি দর্শন স্থান পেয়েছে। ভারতীয় দর্শনে আস্তিক দর্শন সম্প্রদায় ছয়টি যথা — ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা ও বেদান্ত। অপরপক্ষে নাস্তিক দর্শন বেদ-প্রামাণ্য-বিরোধী। চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন বেদের প্রামাণ্যকে স্বীকার না করার জন্য নাস্তিক দর্শন নামে পরিচিত। নীচে সংক্ষেপে বিবিধ ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের পরিচয় বিবৃত হল।

চার্বাক দর্শন ঃ ভারতীয় অধ্যাত্ম ভাবনায় চার্বাক এক প্রবলতম প্রতিপক্ষী। স্বর্গ-নরক, পাপ-পুণ্য, যাগ-যজ্ঞের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ভাবনার বিবর্তনে স্বাধীন চিন্তার উন্মেষে চার্বাক সাহায্য করে। অন্যান্য দর্শন সম্প্রদায় যেভাবে গুরুত্ব দিয়ে চার্বাক মতের সমালোচনায় মুখর হয়েছেন তার থেকেই চার্বাক স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। কেউ বলেন, দেবগুরু বৃহস্পতি চার্বাক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। আবার কেউ বলেন, চার্বাক নামক ব্যক্তিবিশেষ এই মতের প্রবর্তক। আবার কেউ বলেন, ভাগেচ্ছু সাধারণ মানুষের কাছে চার্বাকদের মত (চারু =সুন্দর, বাক্=বাক্য) ভাল লাগত বলেই নাম হয়েছে চার্বাক। নাস্তিক,

বৈতণ্ডিক, হৈতুক, লোকায়তিক, তত্ত্বোপপ্লববাদী ইত্যাদি নানান সম্বোধনে চার্বাক সম্বোধিত হয়েছে। চার্বাক দর্শনের যথার্থ কোন প্রামাণ্য গ্রন্থ আজও মেলেনি।

চার্বাকমতে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। অতীন্দ্রিয় পদার্থকে বেমালুম অস্বীকার করে কেবলমাত্র এবং একমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের প্রতি তাঁর আস্থা জ্ঞাপন করে সে জড়বাদী নামে পরিচিত। দেহাতিরিক্ত আত্মা, ঈশ্বর, অদৃষ্ট, পরলোক চার্বাক দর্শনে অস্বীকৃত হয়েছে। এই মতে, স্বর্গের প্রলোভন ও নরকের ভয় দেখিয়ে ধূর্ত পুরোহিতেরা জনসাধারণকে বেদোক্ত ব্যয়বহুল যাগযজ্ঞের মোহে বিভ্রান্ত করেছে। অঙ্গনাদির আলিঙ্গন প্রভৃতি থেকে যে সুখ লাভ হয় তাই চার্বাক মতে পুরুষার্থ। চার্বাকদের মূল কথা হল — চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা। পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু এই চারটি জড়ভূতের দ্বারা জগৎ সৃষ্ট হয়েছে।

বৌদ্ধ দর্শন ঃ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, শোক-যন্ত্রণা নিরীক্ষণ করে, দুঃখ কবলিত মানুষের দুঃখ নিরোধের উপায় নির্দেশ করে স্বয়ং একটি গ্রন্থও না লিখে যিনি নিজের মতাদর্শকে আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় পৌঁছে দিয়েছিলেন তিনি হলেন বৌদ্ধ দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা বুদ্ধদেব। তাঁর উপলব্ধ সত্য 'চত্বারি আর্যসত্যানি' নামে প্রসিদ্ধ। এগুলি হল (ক) দুঃখ (খ) দুঃখ সমুদয় (গ) দুঃখ নিরোধ ও (ঘ) দুঃখ-নিরোধ-মার্গ। দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য বৌদ্ধ দর্শনে অষ্টাঙ্গিক মার্গের কথা বলা হয়েছে। সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্, সম্যক্ কর্মান্ত , সম্যক্ জীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি এবং সম্যক্ সমাধি হল মুক্তির জন্য নির্দেশিত আটটি স্তর। বুদ্ধের দেহত্যাগের পর বৌদ্ধ দর্শন ধর্মীয় দিক থেকে হীনযান ও মহাযান এবং দার্শনিক দিক থেকে মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক ভেদে বিভিন্ন উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। মাধ্যমিকের শূন্যবাদ, যোগাচারের বিজ্ঞানবাদ, সৌত্রান্তিকের বাহ্যানুমেয়বাদ এবং বৈভাষিক সম্প্রদায়ের বাহ্যপ্রত্যক্ষবাদ ভারতীয় দর্শনের মননশীলতার পরিচায়ক।

বেদবিরোধী বৌদ্ধমতে প্রমাণ দু'প্রকার যথা প্রত্যক্ষ ও অনুমান। এই মতে আত্মা বলে কোন নিত্য সত্তা নেই। বিজ্ঞান বা চৈতন্যের প্রবাহই আত্মা। ক্ষণিক বিজ্ঞান একটি ক্ষণে উৎপন্ন হয় এবং পরক্ষণেই বিনষ্ট হয়ে নতুন অপর একটি

Scanned with CamScanner

বিজ্ঞানের উদ্ভব হয়। বুদ্ধদেবের মতে, মানব জীবনের পরমার্থ হল নির্বাণ।

জৈন দর্শন ঃ বিভিন্ন সময়ে আবির্ভূত চব্বিশ জন তীর্থঙ্কর কর্তৃক প্রচারিত জৈন দর্শনও বৌদ্ধদের মত বেদবিরোধী এবং জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে দুঃখবাদের সমর্থক। তীর্থঙ্করদের মধ্যে প্রথম হলেন ঋষভদেব এবং শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আপ্তবাক্যকে অবলম্বন করে জৈন দর্শন জগৎ সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করেছে। জৈনরা একান্তবাদে বিশ্বাসী নন। একান্তবাদ অনুসারে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গী কেবল সত্য হয়। জৈনমতে একান্তবাদ পক্ষপাতদুষ্ট, একপেশে। একান্ত বা নিশ্চিতভাবে জ্ঞান হয় না, সবই আপেক্ষিক। জৈনদের মতকে অনেকান্তবাদ বলা হয়। জৈনদের 'সপ্তভঙ্গী নয়' এর মাধ্যমে এজন্য 'স্যাদ্‌বাদ' প্রচারিত হয়েছে। জৈন দর্শন অনুসারে প্রত্যেক বচন বা নয় আংশিকভাবে সত্য এবং তা বোঝাবার জন্য 'স্যাৎ' বিশেষণে যুক্ত হওয়া উচিত।

জৈনদর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত নয়। তীর্থঙ্করেরাই কার্যত ঈশ্বরের স্থান অধিকার করেছেন। জৈনমতে আত্মা অসংখ্য, এমনকি ধূলিকণারও আত্মা আছে। সম্যক্ দর্শন, সম্যক্ জ্ঞান এবং সম্যক্ চরিত্রের মাধ্যমে মুক্তি সম্ভব হয়। জীবে দয়া, পরমতসহিষ্ণুতা জৈন দর্শনের মূল বৈশিষ্ট্য।

ন্যায় দর্শন ঃ ন্যায় দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা হলেন মহর্ষি গৌতম। যে ষড়্‌দর্শন পুণ্যতীর্থ ভারতের অধ্যাত্মজ্ঞানের বিজয় পতাকা সগৌরবে তুলে ধরেছে ন্যায় দর্শন তাদের মধ্যে অন্যতম। যুক্তি এখানে মুক্তির সোপান। এই মতে প্রমাণের দ্বারা অর্থের যে প্রতিপত্তি বা বোধ তাই হল যথার্থ জ্ঞান। জ্ঞাতা প্রমাণের সাহায্যেই পদার্থ গ্রাহ্য বা ত্যাজ্য স্থির করেন। ন্যায়বিদ্যাকে সকল বিদ্যার প্রদীপ, সকল কর্মের উপায় এবং সকল ধর্মের আশ্রয় বলা হয়ে থাকে। সূত্রকার গৌতমের মতে ষোলটি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান নিঃশ্রেয়সের উপযোগী।

ন্যায়মতে নিঃশ্রেয়স লাভের জন্য তত্ত্বজ্ঞান অপরিহার্য। কারণ তত্ত্বজ্ঞান থেকে মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্ত হয়। মিথ্যাজ্ঞানের বিনাশে দোষের নিবৃত্তি, দোষের নিবৃত্তিতে প্রবৃত্তির নিবৃত্তি, প্রবৃত্তির নিবৃত্তিতে জন্মের নিবৃত্তি, জন্মের নিবৃত্তিতে দুঃখের নিবৃত্তি এবং সবশেষে দুঃখের নিবৃত্তি হলে নিঃশ্রেয়স লাভ হয়।

ন্যায় দর্শন মুখ্যত প্রমাণশাস্ত্র। নৈয়ায়িকেরা যথার্থ অনুভব বা প্রমার চারটি

Scanned with CamScanner

উৎস স্বীকার করেছেন। এগুলি হল—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। ন্যায়মতে, সাক্ষাৎ মোক্ষজনক জ্ঞানের বিষয় (প্রমেয়) হল বারোটি। আত্মাদি দ্বাদশ প্রমেয় বিষয়ে নানা প্রকার মিথ্যাজ্ঞান থেকে জীবাত্মার সংসার বন্ধন হয়। সিদ্ধান্ত হল, অপবর্গ বা নিঃশ্রেয়স তত্ত্বজ্ঞানজন্য এবং জীবের সংসার মিথ্যাজ্ঞানজন্য।

ন্যায় দর্শন ঈশ্বরবাদী দর্শন। এই মতে 'অস্তি হেতুরলৌকিকঃ' অলৌকিক শক্তি আছে। জগৎ কার্যের প্রতি ঈশ্বর নিমিত্ত কারণ। ঈশ্বর হলেন জীবের অদৃষ্টের পরিচালক।

নৈয়ায়িক অসৎকার্যবাদী। কার্য ও কারণ ভিন্ন। এঁরা বলেন—কারণ সৎ কিন্তু কার্য অসৎ। উৎপত্তির পূর্বে কারণের মধ্যে কার্য থাকে না। কার্য হল নতুন সৃষ্টি বা আরম্ভ।

বৈশেষিক দর্শন ঃ বৈশেষিক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা হলেন মহর্ষি কণাদ। বিশেষকে একটি স্বতন্ত্র পদার্থরূপে স্বীকার করায় এবং তার উপর বিশদ আলোচনার জন্য এই দর্শনকে 'বৈশেষিক' বলা হয়ে থাকে। ন্যায়-বৈশেষিক সমানতন্ত্র দর্শন। উভয় দর্শনই মনে করে তত্ত্বজ্ঞানই নিঃশ্রেয়স লাভের উপায় স্বরূপ। উভয় দর্শনের মধ্যে মূল তত্ত্বগত কোন বিরোধ নেই। তবে ন্যায়দর্শনে যেখানে চারটি প্রমাণ স্বীকৃত, বৈশেষিক দর্শনে সেখানে প্রত্যক্ষ ও অনুমান ভেদে কেবল দুটি প্রমাণ স্বীকৃত হয়েছে। বৈশেষিক সপ্তপদার্থবাদী। তবে গৌতমোক্ত ষোড়শ পদার্থ দ্রব্যাদি সাতটি পদার্থের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। বৈশেষিকসম্মত সাতটি পদার্থ হল যথাক্রমে—দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব।

এই মতে জগতের মূল কারণ হল পরমাণু। পরম—অণু = পরমাণু হল অতীন্দ্রিয় ও অবিভাজ্য। এই পরমাণু নিত্য। পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় পরমাণুসমূহ জীবের অদৃষ্ট ও ঈশ্বরের ইচ্ছায় বিশ্বরূপ ধারণ করেছে। পরমাণুসমূহ থেকে দ্ব্যণুকাদি ক্রমে বিশাল জগতের উৎপত্তি। এই মতে সূক্ষ্ম থেকে স্থূল, স্থূলতর এবং স্থূলতমের উৎপত্তি। নির্দিষ্ট সময়ে বিশ্বের বিনাশে পুনরায় পরমাণু স্বরূপে পর্যবসিত হবে।

Scanned with CamScanner

বৈশেষিকেরা বলেন বিশ্বের নিয়ন্তা ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই পরমাণুর সংযোগ-বিয়োগ ঘটে যার পরিণামে জগতের সৃষ্টি ও ধ্বংস হয়।

সাংখ্য দর্শন ঃ ষড়্‌দর্শনের মধ্যে প্রাচীনতম হল কপিল-প্রবর্তিত সাংখ্য দর্শন। শ্রুতিতে বলা হয়েছে—পরমেশ্বর তাঁকে সর্বাগ্রে জ্ঞানপূর্ণ করে সৃষ্টি করেছিলেন[১]। যে দর্শন আমাদের সম্যক্ জ্ঞান দিতে পারে তাই সাংখ্য দর্শন। সাংখ্য মতে, জগতের মূল তত্ত্ব দুটি— পুরুষ (আত্মা) ও প্রকৃতি। কৈবল্য সকল পুরুষের চরম ও পরম কাম্য। এই কৈবল্যের জন্য পুরুষ প্রকৃতির (প্রধানের) অপেক্ষা করে। ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই কৈবল্য। অনাদিকাল থেকে বিবেকের অগ্রহবশত প্রকৃতির থেকে নিজের ভেদ বুঝতে না পারার জন্য পুরুষ নিজেকে দুঃখী বলে মনে করে। প্রকৃতি ও প্রকৃতিসম্ভূত পদার্থ থেকে পুরুষ ভিন্ন—এধরণের উপলব্ধিকেই যথার্থজ্ঞান বা বিবেকজ্ঞান বা বিবেকখ্যাতি বলা হয়। বিবেকখ্যাতি হলেই নিঃশ্রেয়স লাভ হয়।

সাংখ্য দর্শনের মতে, প্রমাণ তিনটি—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ। সাংখ্য শাস্ত্রে ব্যক্ত, অব্যক্ত ও জ্ঞ বা পুরুষের স্বরূপাদি প্রতিপাদিত হয়েছে। ব্যক্ত বলতে মহদাদি কার্য, অব্যক্ত বলতে প্রকৃতি কারণ এবং জ্ঞ বলতে পুরুষকে বোঝানো হয়। এখানে পদার্থ শব্দের পরিবর্তে তত্ত্বকে উল্লেখ করা হয়। সাংখ্য দর্শনে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব বিবৃত হয়েছে। এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব হল পুরুষ, প্রকৃতি এবং প্রকৃতি থেকে মহদাদি ক্রমে (মহৎ, অহঙ্কার, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্র ও পঞ্চ মহাভূত) উৎপন্ন তত্ত্বসমূহ।

সাংখ্য মতে, ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা নন। প্রকৃতি থেকে জগতের উৎপত্তি। সাংখ্য সৎকার্যবাদী। এই মতে কারণ সৎ, কার্যও সৎ। কার্য নতুন আরম্ভ বা সৃষ্ট নয়[২]।

যোগ দর্শন ঃ মহর্ষি পতঞ্জলি যোগ দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। ন্যায়বৈশেষিকের মতন সাংখ্য ও যোগ সমানতন্ত্র। সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব যোগদর্শনেও স্বীকৃত হয়েছে। তবে পার্থক্য হল—সাংখ্য ঈশ্বরকে স্বীকার করেন নি, কিন্তু যোগ দর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত হয়েছে।

---

(১) শ্বে. উ. ৫।২

(২) সা. কা. ৯

Scanned with CamScanner

এই মতে যোগযুক্ত আত্মাই কৈবল্যলাভে সক্ষম। চিত্তবৃত্তির নিরোধকেই যোগ বলা হয় 'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ'। চিত্তবৃত্তি পাঁচ প্রকার যথা—প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের তারতম্য অনুসারে চিত্তের পাঁচ প্রকার অবস্থাকে চিত্তভূমি বলা হয়। পাঁচ প্রকার চিত্তভূমি হল—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। প্রথম তিনটি স্তরে যোগ হয় না। কেবল একাগ্র ও নিরুদ্ধ ভূমিতেই যোগ সম্ভব হয়।

যোগ বা সমাধি দু'প্রকার—সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে চিত্তবৃত্তি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় না। কিন্তু অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে সাধক সম্পূর্ণরূপে আত্মসমাহিত হন। এক্ষেত্রে চিত্ত সকল জ্ঞানের অতীত হয়। যোগ লাভের জন্য এই দর্শনে আটটি যোগাঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে। এই যোগাঙ্গগুলি হল—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি।

যোগ দর্শনে ঈশ্বর প্রণিধানকে সমাধি লাভের শ্রেষ্ঠ উপায় মনে করা হয়। ঈশ্বর নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত স্বভাব-বিশিষ্ট। সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের ব্যাপারে ঈশ্বরের কোন কর্তৃত্ব নেই।

মীমাংসা দর্শন ঃ মহর্ষি জৈমিনি মীমাংসা দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর মীমাংসাসূত্র মীমাংসা দর্শনের সূত্র গ্রন্থ। মীমাংসা ও বেদান্ত সমানতন্ত্র দর্শন। বেদের কর্মকাণ্ডের উপর মীমাংসা দর্শন প্রতিষ্ঠিত। বেদের কর্মকাণ্ডে যে সমস্ত যাগ-যজ্ঞাদির বিধান দেওয়া হয়েছে তার সমর্থনই মীমাংসার উদ্দেশ্য। এজন্য মীমাংসার অপর নাম হল 'কর্ম-মীমাংসা'।

মীমাংসকেরা বলেন, বেদ অপৌরুষেয়, নিত্য। অপৌরুষেয় হওয়ায় বেদ অভ্রান্ত। বেদ স্বতঃই প্রমাণ। বেদবিহিত কর্মানুষ্ঠানই ধর্ম এবং বেদনিষিদ্ধ কর্মাচরণই অধর্ম। বেদবিহিত কর্মানুষ্ঠানের ফলে জীবের কর্মবন্ধন ছিন্ন হলে মৃত্যুর পর মোক্ষলাভ হয়।

আত্মা নিত্য ও অমর । মৃত্যুতেই আত্মার ধ্বংস হলে 'অগ্নিহোত্রী স্বর্গলাভ করেন'—এধরণের বেদবাক্য নিস্ফল হত। মীমাংসকেরা আত্মা, স্বর্গ, নরক ইত্যাদি স্বীকার করলেও জগতের কর্তারূপে ঈশ্বর মানেন না। ঈশ্বর কর্মের ফলদাতা নন। যথার্থভাবে কর্ম অনুষ্ঠিত হলে তার ফল অবশ্যম্ভাবী। কর্মফলই সৃষ্টির নিয়ামক।

Scanned with CamScanner

মীমাংসক প্রভাকরের মতে, প্রমাণ পাঁচ প্রকার যথা—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ ও অর্থাপত্তি। কিন্তু কুমারিল ভট্টের মতে প্রমাণ ছয় প্রকার। উক্ত পাঁচটির সঙ্গে 'অনুপলব্ধি' নামক এক স্বতন্ত্র প্রমাণ কুমারিল মেনেছেন।

বেদান্ত দর্শন : ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখার মধ্যে প্রচার ও প্রতিষ্ঠার দিক থেকে বেদান্ত দর্শনের সমকক্ষ কেউ নেই। পাশ্চাত্য ভারতীয় দর্শন বলতে উপনিষদ্‌ভিত্তিক বেদান্ত দর্শনকেই বোঝে। উপনিষদের শিক্ষা হল বেদান্ত দর্শনের ভিত্তি স্বরূপ। বেদান্ত দর্শন বেদের জ্ঞানকাণ্ডের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে। বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্র বেদান্তের সূত্রগ্রন্থ। এই গ্রন্থটিকে বেদান্তসূত্র, শারীরক সূত্র, শারীরকমীমাংসা, উত্তরমীমাংসা বলা হয়। ব্রহ্মসূত্রকে অবলম্বন করে পরবর্তীকালে বহু ভাষ্যগ্রন্থ রচিত হয়েছিল এবং ভাষ্যকারেরা নিজেদের ভাবনার স্বাতন্ত্র্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রবর্তক রূপে পরিচিত হন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—শঙ্করাচার্য, রামানুজ, মধ্বাচার্য, বল্লভাচার্য প্রমুখ। শঙ্করের অদ্বৈতবাদ এবং রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বেদান্তের দুটি প্রসিদ্ধ মতবাদ।

অদ্বৈতবাদী শঙ্করের মতে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জগৎ মিথ্যা এবং জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। নির্গুণ ও অদ্বয় ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। জীব স্বরূপত নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত হলেও অনাদি অজ্ঞানের ফলে বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয়। আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানই হল মুক্তির উপায়। জগৎ সম্পর্কে শঙ্করের মতবাদ 'বিবর্তবাদ' নামে পরিচিত।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজের মতে, ব্রহ্ম সগুণ। সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর জগতের কর্তা। সৃষ্টি প্রক্রিয়া যেমন সত্য, সৃষ্ট জগৎও তেমন সত্য। মায়া মিথ্যা নয়, মায়া হল যথার্থই বিচিত্রবহুল অর্থসৃষ্টিকারী শক্তি। জগৎ সম্পর্কে রামানুজের মত 'পরিণামবাদ' নামে পরিচিত।

ভারতীয় দর্শনের কথোপকথন পদ্ধতি : দর্শনশাস্ত্র বিচারশাস্ত্র। বিচার্য বিষয় সূক্ষ্ম ও গভীর হলে ভাষার কলেবরও সেইমত হয়। ন্যায়দর্শনে 'কথা' তিনভাগে বিভক্ত 'তিস্রঃ কথা ভবন্তি'। এগুলি হল যথাক্রমে বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা। কেবল তত্ত্বনির্ণয়ের উদ্দেশ্যে প্রবৃত্ত যে বিচার তাকে বাদ বলে। বাদ হল প্রথম শ্রেণীর কথা। জয়লাভের উদ্দেশ্যে প্রবৃত্ত বিচারকে বলা হয় জল্প।

Scanned with CamScanner